কালী পূজার মন্ত্র এবং পূজা পদ্ধতি

https://pdffile.co.in/

সাধক সাধনা কালে অনেক অনেক বিঘ্নের সম্মুখিন হতে পারেন তা মনে রেখে সাধনা তে বসবেন । কালির অনেক রুপ ভদ্রকালি , শ্মশান কালি , রক্ষা কালি দক্ষিণা কালি ইত্যাদি ।

অনুষ্ঠান সামগ্রীঃ

১ মহাকালির চিত্র ২ পরনে শ্বেত বস্ত্র ,৩ ভোগ ও নৈবেদ্য ৪ ধুপ ও দীপ ৫ ফুল ফল
সাধনা কালে উপবাস থেকে সন্ধ্যাকালে হাল্কা ফল মুল ভোজন করবেন । পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন । অনুষ্ঠানের আগে স্নান আবশ্যক তার পর স্বচ্ছ বস্ত্র ধারন করবে । আসনে কালি মূর্তি স্থাপন তার সামনে ধুপ দীপ জ্বালাবে আর নৈবেদ্য রাখবে । সর্ব প্রথম গুরু কে স্মরণ করে মা কালির ধ্যান করবে । ধ্যান করার সময় মন বশে রেখে এক দৃষ্টি কালির দিকে তাকিয়ে থাকবেন্

কালি আরাধনার শক্তিলাভ , দুঃখ , শোক , রোগ , মারীভয় নিবারণ ,গ্রহ শান্তি , দারিদ্রতা নাশ , শত্রু ক্ষয় , সর্বপরি সিদ্ধি লাভ , মুক্তি লাভের জন্য কালী পুজা করা । শাস্ত্রে দেখা যায় কালী আরাধনা ব্যতিত মুক্তি অসম্ভব

জপের মন্ত্রঃ

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হুং স্বাহা

আচমনঃ

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদবিষ্ণুঃ পরমং পদং পশ্যন্তি সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুরাততম ।। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ।।

পুষ্প শুদ্ধিঃ

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পে পুষ্পসম্ভবে । পুষ্পেচয়াবকীরনে ওঁ হুং ফট স্বাহা ।

ওঁ খর্ব স্থুলতনু গজেন্দ্রবদনং লম্বধরনং সুন্দরম । প্রসন্দন মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম । দন্তঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম , বন্দে শৈলসুতাং গনপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্মসু ।।

পুজা মন্ত্র ;

এষ গন্ধ ওঁ গণেশায় নমঃ , এতৎ সচন্দন পুষ্পম ওঁ গণেশায় নমঃ , এষ ধুপ ওঁ গণেশায় নমঃ , এষ দীপ ওঁ গণেশায় নমঃ , এতন নৈবেদ্য ওঁ গণেশায় নমঃ ।

জপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ

প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার মকরন্দকনারুনাঃ । বিঘ্নং হরন্তত হেরম্বুচরনাম্বুজ রেনবেঃ ।

https://pdffile.co.in/

সূর্যের ধ্যানঃ

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুনৈকসিন্ধুং , ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি । পদ্মদ্বয়াভয়রবান দধতং করাজৈর মানিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম ।

পুজা মন্ত্রঃ

এষ গন্ধ ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ , এতৎ সচন্দনপুস্পম ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ , এষ ধুপ ওঁ শ্রীসূর্যা নমঃ ,এষ দীপ ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ , এতন নৈবেদ্যম ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ ।

জপ মন্ত্রঃ

ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ

প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ।

ধবান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতহস্মি দিবাকরম ।

নারায়নের ধ্যানঃ

ওঁ ধ্যেয় সদাসাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্তি নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিসট , কেয়ুরবান কনককুণ্ডলবান কিরীটীহারি হিরন্ময়বপু ধৃত শঙ্খচক্রঃ ।

পুজা মন্ত্রঃ

এষ গন্ধ ওঁ নমঃ নারায়নায় , এতৎ সচন্দনপুস্পম ওঁ নমঃ নারায়ণায় , এষ ধুপ ওঁ নমঃ নারায়নায় ,এষ দীপ ওঁ নমঃ নারায়নায় , এতৎ সচন্দনতুলসিপত্রম ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণুবে পরমাত্মনে স্বাহা , এতন নৈবেদ্যম ওঁ নমঃ নারায়নায় ।

প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মনহিতায় চ , জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ ।

শিবের ধ্যানঃ

ওঁ ধ্যায়েন্নিতাং মহেশাং রজতগিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পজ্বালাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তাং প্রসন্নম । পদ্মাসীনং সমন্তাংস্তুতমমর গণৈ ব্যাঘ্রকৃতিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম ।

পুজা মন্ত্রঃ

এষ গন্ধ ওঁ নমঃ শিবায় , এতদ সচন্দনপুস্পম ওঁ নমঃ শিবায় , এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রম ওঁ নমঃ শিবায় । এষ ধূপ ওঁ নমঃ শিবায় ,এষ দীপ ওঁ নমঃ শিবায় ,।

pdffile.co.in

প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ,

নিবেদয়ামি চাত্মানংত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ।

দুর্গার ধ্যান মন্ত্রঃ

ওঁ সিংহস্থাশশিশেখরা মরকতপেক্ষয়া চতুভিভুজৈঃ শঙ্খ চক্রং ধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা , অমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণ কাঞ্চিক্কণনরণন নুপুরা দুর্গতিহারিণী ভবতুবোরম্লোল্লাসৎ কুণ্ডলা ।

পুজা মন্ত্রঃ

এষ গন্ধ ওঁ দুর্গায়ৈ , এতৎ সচন্দনপুস্পম ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ এষ ধুপ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ , এতন নৈবেদ্যম ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।

প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ,মহিষাম্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী আয়ুরোগয় বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে । এষ পুস্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ ।

ক্রীং

ক্রীং

এই একাক্ষরী মন্ত্র মানুষের অভীষ্ট সিদ্ধিদায়ক মন্ত্র , যদি বিধি বিধানের সহিত সাধনা পূর্ণ করতে পারেন আর মায়ের কৃপা প্রাপ্ত হন তাহলে আপনার কাছে কোন কাজ অসম্ভব থাকবে না । ১০৮ বার উচ্চারন করুন আর মায়ের নিকট আপনার সমস্যা ব্যক্ত করুন , মায়ের কৃপায় আপনার সমস্যা দূরীভূত হবে আমি বিশ্বাস করি । তবে আমার অনুরধ ভুলেও দুরুপযোগ করবেন না ।

পুজার থালা

শাবর মন্ত্র

কালী কালী মহা কালী–

ঈদ্রের কপাটে চাপ–

মহাদেবের চাপটে মাতা’

ফেলবে তার ধাপ।

চৌনমুখি মহা যোক্ষিনী–

https://pdffile.co.in/

চন্দ্র নক্ষত্রের আধার;

শুনরে মাতা ডাকে তোরে-

বড় পির জিন্দা মাদার।

আয় মাতা ডাকি তোরো-

চলে আয় নিদ্রা ঘরে-

ফেলে তোর পা-

দোহাই লাগে মাতা তুই;

শিঘ্র এসে পৌছা।

শ্রীদাম আজ্ঞা গুরুর পা-

মা চন্ডী শিদ্দিকী করে যা;

না হলে মহাদেবের মাথা খা।

ধ্যানঃওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।। মুক্তকেশীং ললজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।

কালী' শব্দটি কাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এই শব্দের অর্থ কৃষ্ণ (কালো) বা 'ঘোর বর্ণ'। হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত-এ যে ভদ্রকালীর উল্লেখ আছে, তা দেবী দুর্গারই একটি রূপ। মহাভারত-এ 'কালরাত্রি' বা 'কালী' নামে আরও এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি যুদ্ধে নিহত যোদ্ধৃবর্গ ও পশুদের আত্মা বহন করেন। আবার হরিবংশ গ্রন্থে কালী নামে এক দানবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কাল' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে: 'নির্ধারিত সময়' ও 'মৃত্যু'। কিন্তু দেবী প্রসঙ্গে এই শব্দের মানে "সময়ের থেকে উচ্চতর"। সমোচ্চারিত শব্দ 'কালো'র সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক টমাস কবার্নের মতে, 'কালী' শব্দটি 'কৃষ্ণবর্ণ' বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।

কালীর বিভিন্ন রূপভেদ আছে তাদের মধ্যে যেমন- দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী,ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, গুহ্যকালী,মহাকালী, চামুণ্ডা ইত্যাদি।মুলত এগুলো গাহস্থ্য ও সাধন অধিষ্ঠাত্রী নাম মিশ্রিত। তবে ধারাক্রমে বিভিন্ন তন্ত্র শাস্ত্র ও পুরানমতে ক্রমানুক্রমে কালীরগাহস্থ্য (সমাজে প্রচলিত রুপ) রুপধারা গুলো হলো-

https://pdffile.co.in/

রক্ষাকালী

রক্ষাকালী দক্ষিনাকালীর একটি নাগরিক রুপ।প্রাচীন কালে নগর বা লোকালয়ের রক্ষার জন্য এই দেবীর পুজা করা হতো। এই দেবীর পুজা মন্ত্র ভিন্ন এবং ইনার বাহন স্থানভেদে সিংহ।

ভদ্রাকালী

পাতালের দেবী, তবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ইনি পুজিতা হন, তবে ভদ্রাকালী যেহেতু পাতাল কালি, তিনি নিজ থেকে পাতাল থেকে উঠে না এলে মানুষের পক্ষে তার পুজা করা সম্ভব নয় যেমন, চট্টগ্রামের নলুয়া কালীবাড়ি, ইনি ভদ্রাকালী স্থান ভেদে এই কালী মহাকালী নামেও পরিচিত।তবে ভদ্রাকালী ও মহাকালী এক কারন উভয়ের পুজা ধ্যানমন্ত্র এক বলে আমরা মনে করি।

দক্ষিনাকালী

(সর্বকালে সর্বদেশের সমাজে পুজিতা) মুলত দেবীর প্রধান রুপ।তার পুজাবিধির মধ্যে কয়েকটি লাইন পরিবর্তন করে অন্যদেবীর পুজা হয়, ভৈরব, বটুক এবং শবরুপি শিব একই থাকে, শুধু নামের পরিবর্তন হয়।ইনিই কালীর প্রধান রুপ।

ফলহারিনী কালী

গৃহ ধর্মকে সুন্দর করতে এই দেবীর আবির্ভাব, নামে ফলহারিনী হলেও অভিষ্ট সিদ্ধ দায়িনি,জানা যায় রামপ্রসাদ নিজ স্ত্রীকে এই দিন দেবীরুপে পুজা করে নারী জাতীর সম্মানের জন্য এর ফল উৎসর্গ করেন।এটিও বাৎসরিক একটি পুজা।

রটন্তিকালী

পুত্র সন্তান কামনায় বিশেষ ভাবে এই দেবীর পুজা করা হয় এছাড়া ধন বৃদ্ধির জন্যও ইনি বছরের একটি বিশেষ অমাবস্যায় পুজিত হন।শাস্ত্রানুযায়ী মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথির নামই হলো রটন্তি এইদিন সন্ধায় তার পুজা করতে হয়।

নিশাকালী

নিশাকালী নিয়ে মতভেদ আছেবলা হয়ে থাকে ইনি জেলেদের রক্ষাকারী দুর্যোগময় রাতে জেলেরা সমুদ্রে গেলে তার পুজা করে যেতেন, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য তার চরন ছোয়া ফুল যে নৌকায় থাকতো সেই নৌকা কদাচিৎ

https://pdffile.co.in/

ডুবতোই না। এছাড়া আধিভৌতিক ভীতি কাটানোর জন্যওএই দেবী প্রসিদ্ধ। আবার অন্যমতভেদও আছেকোন এক সময় এক গ্রামের কয়েকটি জেলে পুরুষ নৌকা নিয়ে বের হয়ে যাবার পর প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়।সেই সময় সকল জেলে পত্নী তাদের স্বামীর জন্য দেবী মন্দিরে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করতে থাকে,সেই সময় একজন বৃদ্ধা এসে তাদের নিশাকালীর মাহাত্ম্য কথা বলে তাদের বলেন,যে কুলে স্বয়ং দেবী জন্ম নিয়েছিলেন, সেই কুলের রুক্ষাকর্ত্রী দেবী নিজেই, তাই তার রুপ নিশাকালীর ব্রত করো, তিনিই দুর্যোগময় রাতে তোমাদের পতিদের রক্ষা করবেন, সেই থেকে জেলেকুলে ধুমধামের সাথে দেবীর স্থান হলেও কালক্রমে নিশাকালীর পুজা প্রথা বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু স্থানভেদে কিছু জায়গায় এখনো তার পুজা বিদ্যমান।

শ্মশান কালী

শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হলেন শ্মশানকালী।তার পুজাবিধি একটু অন্যপ্রকার। সাধারনত বলা হয়ে থাকে যে গৃহীদের জন্য এই দেবীর পুজা নিষিদ্ধ।সেই সকল গৃহীই তার পুজা করতে পারে,যে শ্মশানে তাদের পরিবারের দেহ রাখা হয়েছে এবং শুধুমাত্র সেই শ্মশানকালীর পুজা তারা করতে পারেন। কিন্তু সব শ্মশানেই শ্মশানকালী থাকে না।ছোট ছোট শ্মশান মিলে একটি মহাশ্মশান হয় আর কয়েকটি মহাশ্মশান নিয়েই শ্মশানপীঠ হয়, এই পীঠেই দেবী অবস্থান করেন।

কাম্যকালী

আমাদের বিশেষ কামনায় বা বিশেষ প্রার্থনায় যে কালীপুজা আয়োজন করা হয় তাকেই কাম্যকালী পুজা বলা হয়, পুজা বিধি দক্ষিনাকালীর মতই।সাধারনত অষ্টমী, চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পুর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্বদিন বলে।পর্বসমুহের মধ্যে অমাবস্যাকে বলা হয় মহাপর্ব। বিশেষ কামনায় এই সকল তিথিতে যে পুজা করা হয় তাকেই কাম্যকালী পুজা বলা হয়।

চলুন আজ আমরা জেনে আজকের প্রধান বিষয়বস্তু মা কালি পুজোর কিছু মন্ত্র

অনুষ্ঠান সামগ্রী

মহাকালির চিত্র, পরনে শ্বেত বস্ত্র, ভোগ ও নৈবেদ্য, ধুপ ও দীপ, ফুল ফল। সাধনা কালে উপবাস থেকে সন্ধ্যাকালে হাল্কা ফল মুল ভোজন করবেন । পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন । অনুষ্ঠানের আগে স্নান আবশ্যক তার পর স্বচ্ছ বস্ত্র ধারন করবে । আসনে কালি মূর্তি স্থাপন তার সামনে ধুপ দীপ জ্বালাবে আর নৈবেদ্য রাখবে । সর্ব প্রথম গুরু কে স্মরণ করে মা কালির ধ্যান করবে । ধ্যান করার সময় মন বশে রেখে এক দৃষ্টি কালির দিকে তাকিয়ে থাকবেন , কালি আরাধনার শক্তিলাভ , দুঃখ , শোক , রোগ , মারীভয় নিবারণ ,গ্রহ শান্তি , দারিদ্রতা নাশ , শত্রু ক্ষয় , সর্বপরি সিদ্ধি লাভ , মুক্তি লাভের জন্য কালী পুজা করা । শাস্ত্রে দেখা যায় কালী আরাধনা ব্যতিত মুক্তি অসম্ভব।

https://pdffile.co.in/

প্রণাম মন্ত্র

জয়ন্তী মঙ্গলা কালীভদ্রা কালী

কপালিনীদূগা শিবা সমাধ্যাতীসাহা

সুধা নমস্তুতে।

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে , নিবেদয়ামি চাত্মানংত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ।

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ,মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী আয়ুরোগয় বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে । এষ পুস্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদ্দদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ ।

ধ্যান মন্ত্র

ওঁ শবারুঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংস্ট্রাং বরপ্রদাম্।

হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।।

মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহু।

চতুর্ব্বাহু যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

মায়ের গায়ত্রী মন্ত্র

ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শশ্মানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ..... (১০ বার জপ করুন)

জপের মন্ত্র

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হুং স্বাহা

pdffile.co.in

আচমন

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদবিষ্ণুঃ পরমং পদং পশ্যন্তি সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুরাততম ।। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ।।

পুস্প শুদ্ধি

ওঁ পুস্পে পুস্পে মহাপুস্পে সুপুস্পে পুস্পে পুস্পসম্ভবে । পুস্পেচয়াবকীরনে ওঁ হুং ফট স্বাহা ।

পুজা মন্ত্র

এষ গন্ধ ওঁ গণেশায় নমঃ ,এতৎ সচন্দন পুষ্পম ওঁ গণেশায় নমঃ ,এষ ধুপ ওঁ গণেশায় নমঃ ,এষ দীপ ওঁ গণেশায় নমঃ ,এতন নৈবেদ্য ওঁ গণেশায় নমঃ । জপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ

এষ গন্ধ ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ ,এতৎ সচন্দনপুস্পম ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ ,এষ ধুপ ওঁ শ্রীসূর্যা নমঃ ,এষ দীপ ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ ,এতন নৈবেদ্যম ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ ।

সূর্যের ধ্যান

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুনৈকসিন্ধুং ,ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি । পদ্মদ্বয়াভয়রবান দধতং করাজৈর মানিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম ।

কালীকবচম্

————————————————

ভৈরব উবাচ কালিকা যা মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্ল্লভা।

তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু।।

pdffile.co.in

কবচন্তু মহাদেবী কথয়সানুকম্পা।

যদি নো কথ্যতে মাতব্বিমুঞ্চামি তদা তনুম।।

দেব্যুবাচ: শংকাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম।

ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতি গুহ্যতমং মহৎ।।

কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখাদি বিনাশিনী।

বিশেষত কলি যুগে, মহাপাতকহারিণী।।

কালী মে পুরুত: পাঠু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।

কুল্বা মে দক্ষিনে পাতু করণৌ চগ্রোপ্রভামতা।।

বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা।

ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম।।

মাত্রা পাতু করদ্বন্দং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু।

মিতা পাতু স্তনদ্বন্দং যোনিং মন্ডল দেবতা।

ব্রাম্মী মে জঠরং পাতু, নাভিং নারায়ণীং তথা।

ঊরু মাহেশ্মরী নিত্যং চামুন্ডা পাতু লিঙ্গকম।

কৌমারী চ কটিং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম।

অপরাজিতা পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ।

pdffile.co.in

সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু ।।

রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।

তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবী কালিকে ঘোর দক্ষিণে।।

ঊর্দ্ধং-মধ্যস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ।।

হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ।

দক্ষিণা কালিকে দেবী ব্যাপকত্তে সদাবতু।

ইদং কবচমজ্ঞাতা যো জপেদ্দেবদক্ষিনাম

ন পুজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।

কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি

তত্র তত্রভয়ং তস্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।

****

pdffile.co.in

PDF Created by - https://pdffile.co.in/

https://pdffile.co.in/